দিই। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে যাঁরা অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করি। কারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, কারা চিকিৎসা করাতে পারছেন, সেই খোঁজ নিতে শুরু করি।”

এই খোঁজ নিয়ে থেমে যাওয়া নয়। এর পরে অ্যাসিড আক্রান্ত ওই যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে শুরু করেন চন্দ্রহাস। যাঁদের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি যাঁদের প্রথাগত ডিগ্রি নেই, তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করান। আর এ ভাবেই লকডাউনে অন্তত সাত জনের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করিয়েছেন তিনি। অ্যাসিড আক্রান্ত একটি গোটা আক্রমণের জন্য জীবন থেমে যেতে পারে না। আর আমি চাই না কাউকে দিয়ে জোর করে তাঁর অপছন্দের কাজ করাতে। তাই প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী চেষ্টা করে চলেছি তাঁদের পছন্দের জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করে দিতে।”

দিল্লি, উত্তরাখণ্ড বা উত্তরপ্রদেশের অ্যাসিড আক্রান্তদের পাশে চন্দ্রহাস রয়েছেন। কিন্তু এই রাজ্যের অ্যাসিড আক্রান্তদের পাশে? কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চেষ্টা করে চললেও চাকরি ক্ষেত্রে এখনও কার্যত ব্রাত্য অ্যাসিড আক্রান্তেরা। আর তাই কেউ কেউ নিজেদের মতো করে পথ বেছে নিয়েছেন।

এমনই এক জন সঞ্চয়িতা দে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে বিয়েও করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্বলজ্বল করছে তাঁর পোস্ট, “অ্যাসিড মেরে আমার মুখ পুড়িয়েছে, কিন্তু আমার স্বপ্নগুলো নষ্ট করতে পারেনি।” সত্যিই তাঁর মনের জোর দমাতে পারেনি অ্যাসিড। ওই যুবতীর কথায়, “মুখের ক্ষতের কারণে অনেক অফিস প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু মানসিক জোর হারাইনি।”

অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েও মনের জোরে লড়ে চলেছেন এমন অনেক সঞ্চয়িতা বা চন্দ্রহাসেরা। কিন্তু কাজ কোথায়? কাজ পেলে ওঁরাও জানেন, পাশের লোকটির থেকে তাঁরা কোনও অংশে কম নন। অ্যাসিড তো ক্ষত সৃষ্টি করেছে শরীরে আর মনে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ওঁরা যে অনন্য। (শেষ)

রেলের জঞ্জালে আগুন, দূষণ-গ্রাসে সাঁতরাগাছি ঝিল

দেবাশিস দাশ

দিনের পর দিন আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাঁতরাগাছি ঝিলের পশ্চিম দিকের বেশ কিছুটা অংশ। এর পরে সেই আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটানোর অভিযোগ উঠল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রেল শুধু ২০১৬ সালের সংশোধিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইনের অবমাননাই করেনি, ভয়াবহ মাত্রায় দূষণ ছড়িয়ে ওই ঝিলে আসা পরিযায়ী পাখিদেরও জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। আগামী দিনে পরিযায়ী পাখিরা ওই ঝিলে আদৌ আর আসবে কি না, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে সংশয়। এ নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সাঁতরাগাছি ঝিলে রেলের বর্জ্য ফেলার যে অভিযোগ উঠেছে, তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। বর্জ্যে আগুন লাগানোর ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে সাঁতরাগাছি লোকো শেডের উল্টো দিকে ওই ঝিলের একটি অংশকে ভাগাড় হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে রেলের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল। খাবারের উচ্ছিষ্ট থেকে প্লাস্টিক বা থার্মোকলের প্লেট, বাটি—সব রকম বর্জ্যই ফেলা হত সেখানে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনের পর দিন আবর্জনা ফেলায় ওই জলাশয়ের অনেকটা অংশ ইতিমধ্যেই ভরাট হয়ে গিয়েছে। দিন তিনেক আগে সেই আবর্জনাতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কালো ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে ভরে যায় গোটা এলাকা।

মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, তখনও ধোঁয়া আর আগুন বেরোচ্ছে আবর্জনার স্তূপ থেকে। আগুনে ঝলসে গিয়েছে আশপাশের গাছের পাতাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পরিবেশকর্মী সুভাষবাবু। তিনি জানান, সরস্বতী খালের একাংশও এ ভাবে আবর্জনা ফেলে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুভাষবাবু বলেন, “রেল যা করেছে, তাতে ২০০৬ সালের সংশোধিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন লঙ্ঘিত হয়েছে। এই অপরাধে জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে। রেল শুধু আবর্জনাই ফেলেনি, তাতে আবার আগুন লাগিয়ে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। এ নিয়ে আমি পরিবেশ আদালতে মামলা করব।” সুভাষবাবুর দাবি, সাঁতরাগাছি ঝিলের ওই অংশে পরিবেশের যা ক্ষতি হয়েছে, তাতে আগামী দিনে পরিযায়ী পাখিরা আর না-ও আসতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্তাদের দাবি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি ঠিকাদার সংস্থাকে। শর্ত অনুযায়ী, রেলের যাবতীয় বর্জ্য নিজেদের প্লান্টে নিয়ে গিয়ে ফেলার কথা তাদের। কিন্তু সেই শর্ত উপেক্ষা করে ওই সংস্থার কর্মীরা মাঝেমধ্যেই ঝিলের আশপাশে বর্জ্য ফেলে দিচ্ছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় ঘোষ বলেন, “রেলের বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে যে অভিযোগ উঠেছে, তা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। বর্জ্যে যাঁরাই আগুন লাগিয়ে থাকুন না কেন, খুব খারাপ কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

■ **অস্বাস্থ্যকর:** সাঁতরাগাছি ঝিলের একাংশে ফেলা আবর্জনায় আগুন লাগানো হয়েছে। মঙ্গলবার। *ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার*

পর্ণশ্রীর বিশালাক্ষীতলায় বাবার হাত ফস্কে পড়ে যাওয়া শিশুকন্যা পালোক্ষী পাণ্ডার অবস্থা সঙ্কটজনক। পড়শিরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে পালোক্ষীর মা বাড়ি ফিরে জানান, মেয়ের খুলির হাড় ভেঙে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। তার ঘাড়, পায়েও চোট রয়েছে। সোমবার পর্যন্ত ছটফট করলেও এ দিন সকাল থেকে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শনিবার ছাদে তাকে নিয়ে খেলার সময়ে বাবা সুভাষচন্দ্র পাণ্ডার হাত ফস্কে সে পড়ে যায়। সুভাষবাবু তাকে বাঁচাতে গেলে পড়ে মারা যান। তার পর থেকে এক বছর তিন মাস বয়সি পালোক্ষী এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি।

জালে ৩ প্রতারক

কোথাও এটিএম কার্ড ব্লক হয়ে যাওয়া, কোথাও আবার পেটিএমের কেওয়াইসি আপডেট করার নাম করে ফোন। আর তার পরেই এটিএম কার্ডের তথ্য হাতিয়ে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা সরিয়ে নেওয়া। এ ভাবেই গত কয়েক মাসে জামতাড়া গ্যাং সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। চলতি বছরে তিনটি থানা এলাকায় তিনটি ভিন্ন অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে লালবাজারের ব্যাঙ্ক প্রতারণা শাখা গত দু'দিনে ধানবাদ, বোকারো এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে তিন জনকে ধরেছে। ধৃতদের নাম চন্দন মোদক, বিজয় সাহানি এবং দুর্গাপ্রসাদ মারান্ডি।

উদ্ধার শিশু

বিশেষ ভাবে সক্ষম এক শিশুকে খুঁজে পেয়ে তাকে হোমে ফিরিয়ে দিল ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। মঙ্গলবারের ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ১২ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিল শিশুটি। খবর পেয়ে বিভিন্ন দিকে তল্লাশি শুরু করে বিধাননগর পুলিশ। এ দিন ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার একটি বিশেষ দল তাকে উদ্ধার করে।

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

4956/20/2020

217/WBHRC/SMC/2020

W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 16. 12. 2020.

Enclosed is the news clippings appeared in the ‘ Ananda Bazar Patrika’, a Bengali daily dated 16.12.2020, the news item is captioned ‘ রেলের জঞ্জালে আগুন, দূষণ-গ্রাসে সাঁতরাগাছিঝিল।

Commissioner, Howrah Municipal Corporation is directed to submit a report to the Commission by 25th January, 2021.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 16.12.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

A.S (C) is to take imme-diate steps.
16.12.2020